তারা ঝলমল

সাহাবিদের জীবনের গল্প

আরিফুল ইসলাম

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

লেখকের কথা ---- ৭

আহাদুন আহাদ ---- ৯

ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম ---- ১৬

যার দুআ আল্লাহ সব সময় কবুল করতেন ---- ২১

উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ---- ২৫

প্রথমা ---- ৩৪

দুনিয়ার বুকে দুনিয়াবিমুখ ---- ৪৩

রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে ---- ৪৮

দুনিয়া যাকে বদলাতে পারেনি ---- ৫৩

অজর তলোয়ার ---- ৫৮

একাই এক বিশ্ববিদ্যালয় ---- ৭৭

জীবন্ত শহীদ ---- ৮২

রাসূল ﷺ-এর হাওয়ারি ---- ৮৬

সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারী ---- ৯০

সেলিব্রিটি সাহাবি ---- ৯৪

বিড়ালওয়ালা ---- ৯৮
ইসলাম ছিল যার মোহরানা ---- ১০২
এখন আমি কোথায় যাবো, কার কাছে যাবো? ---- ১০৮
মদীনার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ---- ১১৫
নবিজি থাকেন যার বাড়িতে ---- ১২০
প্রথম স্পর্শ ---- ১২৩
উম্মাতের সবচেয়ে বড় ফকীহ ---- ১২৬
সে আমার, আমি তাঁর ---- ১৩১
কুইন অব দ্যা প্যারাডাইজ ---- ১৩৪
কোনো ছাড় নেই! ---- ১৩৯
দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত ---- ১৪৪
রাবাই থেকে সাহাবি ---- ১৫০
কুরআনের বুলবুলি ---- ১৫৫
খলীফা? ---- ১৫৯
সততার পুরস্কার ---- ১৬৫
সর্বপ্রথম তালবিয়া পাঠকারী ---- ১৭২
অগ্রবর্তী ---- ১৭৬
সফল ব্যবসায়ী থেকে দুনিয়াবিমুখ সাহাবি ---- ১৮১
যেসব ফুলে গেঁথেছি মালা ---- ১৮৬

লেখকের কথা

রাস্তাঘাটে, শপিংমলে মাঝেমধ্যে দেখা যায় সাংবাদিক পথচারীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। এমন যদি কখনো হয় যে, রাস্তাঘাটের দশজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করা হলো—"দশজন সাহাবির নাম বলুন" তাহলে দেখা যাবে হয়তো দুজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা ঠিকমতো দশজন সাহাবির নাম বলতে পারেন!

সাহাবিগণ হলেন নববি ইলমের ধারক ও বাহক। তাঁদের সম্পর্কে আমরা এত কম জানি যে, আমরা যে জানি না—এটিও আমরা বুঝি না। প্রসিদ্ধ চার খলীফার বাইরে হয়তো আমতা-আমতা করে আরো দুইতিনজনের নাম, তাঁদের জীবনের গল্পগুলো আমরা শুনেছি; কিন্তু বাকিদের?

'তারা ঝলমল' লেখার উদ্দেশ্য হলো আমাদের কাছে সুপরিচিত এবং কম পরিচিত সাহাবিদের পরিচয় তুলে ধরা। 'তারা ঝলমল' গতানুগতিক কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়। গতানুগতিক জীবনীগ্রন্থ শুরু হয় নামের ইতিবৃত্ত, জন্মতারিখের মতপার্থক্য দিয়ে। কিন্তু এই বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সাহাবিদের জীবনের গল্পগুলো। তাঁরা কী কারণে এতটা স্পেশাল হয়ে আছেন, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁদের কেমন সুসম্পর্ক ছিল, তাঁদের কী বিশেষ গুণ ছিল—এসব নিয়েই 'তারা ঝলমল'।

বত্রিশজন সাহাবির জীবনের গল্প স্থান পেয়েছে এই খণ্ডে। গল্পের শিরোনামে সাহাবির নাম বলে 'স্পয়লার' করা হয়নি। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেওয়া টাইটেল বা সাহাবির দেওয়া টাইটেলই সাহাবিদের

নামের শিরোনামে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অথবা তাঁদের জীবনের কোনো একটা গুণকে ফোকাস করে। এতে করে পাঠক পড়ার পর সেই টাইটেল মনে রেখেই সাহাবির জীবনকর্ম মনে রাখতে পারবে।

গল্পের সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি প্যারায়-প্যারায় রেফারেন্স দেওয়া হয়নি। যেসব বই থেকে গল্পগুলো নেওয়া, বইয়ের শেষে সেগুলোর নামোল্লেখ করা হয়েছে; পাশাপাশি গল্পের ফাঁকে সরাসরি হাদীসের গ্রন্থে সেই গল্পটি থাকলে, হাদীসগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাহাবিদের জীবনের গল্পগুলো নিয়ে 'তারা ঝলমল' বইটি প্রথম প্রয়াস। সাহাবিদের গল্পগুলো নিয়ে ধারাবাহিক আরো কয়েক খণ্ড 'তারা ঝলমল' আসবে, ইন শা আল্লাহ।

বইটির সাথে সম্পৃক্ত লেখক, সম্পাদক, প্রুফরিডার, ডিজাইনার, প্রকাশক—সবার প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করুন। বইটির আমার কাছে থাকা সফট কপি থেকে হার্ড-কপি হাতে আসা পর্যন্ত সমস্ত গুরুদায়িত্ব থাকে প্রকাশনীর ওপর। সমর্পণ প্রকাশনের এই প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করুন। আমাদের লেখাগুলো কিয়ামাতের দিন যেন আমাদের পক্ষে থাকে।

আহাদুন আহাদ

মাথার ওপর সূর্য। মরুভূমির তীব্র রোদে শরীর ঝলসে যাবার মতো অবস্থা। পাথরের ওপর রোদ পড়ায় পাথর আগুন গরম। এই আগুন গরম পাথরের ওপর একটা ডিম ভেঙে দিলে ডিমটি ফ্রাই হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

আল্লাহর ওপর ঈমান আনায় এক হাবশী ক্রীতদাসকে মরুভূমির উত্তপ্ত রোদের মধ্যে শুইয়ে বলা হচ্ছে, 'এখনো মুহাম্মাদের আল্লাহর ওপর ঈমান আনা থেকে ফিরে আসো'। অন্তরে ঈমান রেখে আপাত বিপদের মধ্যে মুখে আল্লাহকে অস্বীকার করা দোষের কিছু না। "যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরি দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (তবে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরি করতে), অথচ তাঁর অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।"[১] তবুও সেই হাবশী ক্রীতদাস আল্লাহকে অস্বীকার করছেন না। তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে—'আহাদুন আহাদ, আহাদুন আহাদ'।

সামান্য এক ক্রীতদাসের এমন স্পর্ধা দেখে আবূ জাহলের মাথায় খুন চাপলো। পাথরের এক বড় চাক্কি তাঁর পিঠের ওপর চেপে দেওয়া হলো। একে তো মরুভূমির উত্তপ্ত রোদ, তার ওপর আগুন গরম পিঠে আগুন গরম পাথর। এই অমানুষিক নির্যাতনের মুখেও তিনি সত্য দ্বীন ত্যাগ না করে 'আহাদুন আহাদ' বলে যাচ্ছেন।

নির্যাতনের যত স্টিম রোলার আছে সব তাঁর ওপর চাপানো হলো। কুকুরের

---

[১] সূরা নাহল, ১৬ : ১০৬।

গলায় যেমন শিকল পরিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁর গলায়ও অনুরূপ শিকল পরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখনও তাঁর মুখ দিয়ে বের হচ্ছে—'আহাদুন আহাদ'।

লাত-উজ্জার সামনে নিয়ে তাঁকে বলা হলো, 'বলো তোমার আল্লাহ লাত-'উজ্জা। তাদের কথায় কান না দিয়ে তিনি একমনে বলে যাচ্ছেন, 'আহাদুন আহাদ, আহাদুন আহাদ'।

অত্যাচারের এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা হাবশী ক্রীতদাস বিলাল ইবনু রাবাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। প্রথমদিকে যে সাত ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম ঘোষণা করেন, বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তাঁদের একজন।

একদিন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) দেখলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর এমন নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তখন বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মালিক উমাইয়্যা ইবনু খালাফকে বললেন, "তাকে মুক্ত করার জন্য তুমি কত চাও?"

উমাইয়্যা ইবনু খালাফ বললো, "নয় উকিয়া।"

তখনকার সময় নয় উকিয়া ছিল অনেক মূল্যবান। উমাইয়্যা ভাবলো এত দামে হয়তো আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এই ক্রীতদাসকে কিনবেন না। কিন্তু আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে অবাক করে দিয়ে কোনো প্রকার দরকষাকষি ছাড়াই নয় উকিয়া দিয়ে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করলেন।

এত দাম দিয়ে একজন ক্রীতদাসকে কেনায় আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ঠকছেন ভেবে উমাইয়্যা হাসিতে ফেটে পড়লো। সে বললো, "তুমি যদি আমার সাথে দরকষাকষি করতে তাহলে আমি তাঁকে এক উকিয়ার বিনিময়ে তোমার কাছে বিক্রি করতাম।"

একজন ঈমানদারের মূল্য আরেকজন ঈমানদারের কাছে অনেক বেশি। বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এমন অবমূল্যায়ন করা আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু

আনহু)-এর সহ্য হলো না। তিনি সাথে সাথে বললেন, "ওয়াল্লাহি! তুমি যদি তাঁর মূল্য ১০০ উকিয়া বলতে তবুও আমি তাঁকে কিনতাম।"

বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কেনার ব্যাপারে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এমন আগ্রহ দেখে কেউ কেউ বললো, আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) শো-অফ করার জন্য বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কিনেছেন।

তাদের অপবাদের জবাবে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

> "(সে তাঁর সম্পদ দান করে) শুধু তাঁর মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়।"[২]

মদীনায় হিজরতের পর আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) স্বপ্নে আযানের ধ্বনি শুনে যখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলালের খোঁজ করলেন। বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) এলে তাঁকে আযানের বাণীগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে আযান দিতে বলেন। এর ফলে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলামের প্রথম মুআয্যিন হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয্যিনের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

> "কিয়ামাতের দিনে মুআয্যিনদের ঘাড় হবে সুদীর্ঘ।"[৩]

বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গলা এত সুমধুর ছিল যে, মিনারে দাঁড়িয়ে তিনি যখন 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' বলে আযান দিতেন, তাঁর আযান শুনে কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারতেন না। সবাই ছুটতেন মাসজিদে।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সব সময় দেখা হতো। প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেখা হতো।

---

[২] সূরা লাইল, ৯২ : ২০।

[৩] মুসলিম, ৩৮৭।

বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) যেমন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবাসতেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও তেমনি বিলাল-কে ভালোবাসতেন।

একবার আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিনটি উপহার পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটা দেন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে, একটা দেন আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে আর অপরটি নিজের জন্য রাখেন। পরবর্তী সময়ে নিজের অংশটুকু তিনি বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেন। বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেওয়া উপহারটি অনেক যত্ন করে রাখেন।

আরেকবার বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) কিছু উৎকৃষ্টমানের খেজুর নিয়ে আসেন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কোথায় পেলে?" বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, "আমার কাছে কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল। আপনাকে কীভাবে নিম্নমানের খেজুর দিই? সেজন্য আমি এগুলোর বিনিময়ে কিছু উৎকৃষ্টমানের খেজুর কিনেছি।"

মি'রাজ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "হে বিলাল! তুমি কী এমন আমল করো যে, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পদধ্বনি শুনতে পেলাম?" উত্তরে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "আমি তো এমন কোনো আমল করি নি যা আমার নিকট অধিক সন্তুষ্টিব্যঞ্জক। তবে দিন-রাতে যখনই আমি ওজু করতাম, তখনই আমি সেই ওজু দ্বারা যে পরিমাণ আমার তাকদীরে লেখা আছে সালাত আদায় করতাম।"[৪]

বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই আমলগুলো ছিল নিয়মিত আমল। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কী?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সেই আমল যা নিয়মিত করা হয়, যদিও

[৪] বুখারি, ১১৪৯; মুসলিম, ২৪৫৮।

তা অল্প হয়।"[৫]

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল-কে কা'বা ঘরে উঠে আযান দেবার নির্দেশ দেন । বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) কা'বা ঘরে উঠে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবার' বলে আযান দেওয়া শুরু করলে সেটা দেখে মক্কার কাফিররা অবাক হয়ে যায়। যে লোকটিকে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হিশেবে মক্কাবাসী বিবেচনা করতো, যে লোকটির জীবনের কোনো মূল্য তাদের কাছে ছিল না, সেই লোকটিই কিনা তাদের পবিত্র উপাসনালয়ের ওপর আরোহণ করে আযান দিচ্ছে?

খালিদ ইবনু উসাইদ তখন বললো, "ভাগ্যিস এই দৃশ্য দেখার আগেই আমার বাবা মারা গেছেন!"

হারিস ইবনু হিশাম বললো, "হায় হায়! আমি যদি বিলালকে কা'বা ঘরের ওপর দেখার আগেই মরে যেতাম!"

ইসলাম বিলালকে এতটাই সম্মানিত করেছে, যা দেখে কাফিররা পর্যন্ত অবাক হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের আগে যাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভাষায় ডাকা হতো 'Son of black women' বলে, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মর্যাদা এতটাই বেড়ে যায় যে, আমীরুল মুমিনীন খলীফা উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে ডাকেন 'সায়্যিদুনা- আমাদের নেতা' বলে।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর মতো বলে ওঠেন, 'হায়! এর আগেই যদি আমি মারা যেতাম'!

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু তাঁকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছিল। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর যখন সালাতের ওয়াক্ত হলো, বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) তখন তাঁর রুটিনমাফিক আযান দিতে গেলেন। আযানের মধ্যে যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করলেন, তখন কান্নায় তিনি এতটাই ভেঙে পড়লেন যে, আর আযান দিতে পারলেন না। প্রতি ওয়াক্ত আযানের আগে তিনি রাসূলুল্লাহ

[৫] বুখারি, ৬৪৬৫; মুসলিম, ৭৮২।

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখে, তাঁর অনুমতি নিয়ে তারপর আযান দিতেন। আর এখন তাঁকে ছাড়াই তাঁর অনুপস্থিতিতে আযান দিতে হবে, নবিজির দেখা আর কোনো দিন মিলবে না, নবিজির অনুমতি আর নিতে হবে না—এই বিষয়গুলো সহ্য করা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। এই যন্ত্রণাগুলো তার হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতো, চোখ বেয়ে নামাতো অশ্রুর ঢল। যার ফলে তিনি আযান দেওয়া থেকে অব্যাহতি নেবার জন্য খলীফা আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে অনুরোধ করেন। বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আবেগ অনুভব করতে পেরে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর আবেদন গ্রহণ করেন এবং আযান দেওয়া থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময়ে যখন জেরুজালেম বিজিত হয় তখন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে আযান দেবার জন্য আবার অনুরোধ জানান। খলীফার অনুরোধ গ্রহণ করে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) মাসজিদুল আকসায় আযান দেন।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার...
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ...

এতটুকু শোনার পর উপস্থিত সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন, খলীফার দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে যায়। সবার স্মৃতির মানসপটে ভেসে ওঠে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মৃতি।

একবার উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "মরুভূমির উত্তপ্ত বালির মধ্যে শুইয়ে তাঁকে যখন অত্যাচার করা হচ্ছে তখন তিনি কেন 'আহাদুন আহাদ' শব্দ করছিলেন?"

বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) তখন বলেন, "তখন পর্যন্ত আমি আল্লাহ সম্পর্কে শুধু এতটুকুই জানতাম যে, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাই আমি 'আহাদুন আহাদ' শব্দ করছিলাম।"

বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের যে রণসংগীত ছিল সেটা হলো—আহাদুন আহাদ। বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই বিখ্যাত উক্তি।

বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ভালোবেসে প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু উমর তাঁর সন্তানের নাম রেখেছিলেন বিলাল। জনৈক কবি তার প্রশংসা করে একটা কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতায় তিনি বলেন,

وَبِلاَلُ عَبْدِ اللهِ خَيْرُ بِلاَلٍ

"বিলাল নামের যত লোক আছে,

তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের পুত্র বিলালই সবার সেরা।"

পুত্রের প্রশংসায় এমন স্তূতিকাব্য শুনে আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) খুশিই হবার কথা। কিন্তু হয়েছেন তার উল্টো। তিনি কবিকে সংশোধনী দিয়ে বললেন, "না। বিলাল নামের যত লোক আছে, তাদের মধ্যে সেরা হলেন— নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্নেহধন্য বিলাল ইবনু রাবাহ।"[৬]

[৬] আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, ৫৬৩৮; ইবনু মাজাহ, ১৫২; যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৪৯।

ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম

আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম ধনী সাহাবি। অথচ হিজরত করে তিনি যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন একেবারে খালি হাতে পৌঁছেন, সমস্ত সম্পদ মক্কায় রেখে আসেন। হিজরতের পর পর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আনসার সাহাবির সাথে একজন মুহাজির সাহাবির ভ্রাতৃত্ববন্ধন করে দেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সা'দ ইবনু রাবীআ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন করে দেন।

'মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই' এই কথার সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সা'দ ইবনু রাবীআ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি ছিলেন মদীনাবাসীর মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী। আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের পর তিনি তাঁকে বলেন, "আমার দুটো বাগান আছে, দুইজন স্ত্রী আছে। দুটো বাগানের মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয় সেটি আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। আর আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে যে স্ত্রীকে তোমার পছন্দ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো, তাঁর ইদ্দত পূরণ হলে তুমি তাঁকে বিয়ে করে নিও।"

আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ফ্রী-তে কোনো কিছু নিতে ইচ্ছুক না। সা'দ ইবনু রাবীআ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এমন আন্তরিক প্রস্তাবের জবাবে তিনি তাঁর জন্য দুআ করেন, 'আল্লাহ আপনার ধন সম্পদ

এবং পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন' এবং সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেন 'দুল্লানি আলাস সূক- আমাকে শুধু বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন'।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। ওপরের হাত হলো দাতার আর নিচের হাত হলো ভিক্ষুকের।"[৭]

আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাতকে উত্তম হাত হোক সেটা চাইলেন। ফ্রী তে কিছু নেবার পরিবর্তে নিজে উপার্জন করার জন্য ছুটলেন মদীনার বাজারে। শুরু করলেন ঘি এবং পনিরের ব্যবসা। অল্প দিনেই তিনি অনেক লাভ করেন এবং এক আনসারি মহিলাকে বিয়ে করেন।[৮]

তাঁর কাপড়ে বিয়ের হলুদের রঙ দেখা গেলে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি বিয়ে করেছো?"

আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হ্যাঁ।"

- সে কে?

- এক আনসারি মহিলা।

- কী পরিমাণ মোহর দিয়েছো?

- খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ সোনা।

- একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলিমা করো।"[৯]

তারপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দুআ করলেন, "আল্লাহ তোমার সম্পদে বরকত দান করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুআর পর তিনি তাঁর ব্যবসায় আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মুনাফার্জন করতে থাকেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুআর পর থেকে মনে হলো দুনিয়া আমার অভিমুখী হলো। আমি দেখলাম যদি আমি পাথর

[৭] বুখারি, ১৪২৯; মুসলিম, ১০৩৩।
[৮] বুখারি, ৩৭৮১; মুসলিম, ১৪২৭।
[৯] বুখারি, ২০৪৮।

তুলি, তার নিচ থেকে সোনা অথবা চাঁদি পাবো।"

কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ তাকে ফিতনায় ফেলতে পারেনি। এই ধন সম্পদ ছিল তাঁর চোখে, তাঁর অন্তরে নয়।

তাবূক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা যখন প্রচণ্ড রকমের অর্থসংকটে ছিল, তিনি তখন আট হাজার দীনার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে দেন। তাঁর এমন দানশীলতা দেখে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে, 'আবদুর রহমান লোক দেখানোর জন্য দান করছে।'

তাবূক যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সময় অভূতপূর্ব একটা ঘটনা ঘটলো। ফজরের সালাতের সময় হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনো আসেননি। ঐদিকে সূর্যোদয়েরও আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য অপেক্ষা করবেন নাকি সালাত শুরু করে দেবেন?

সাহাবিরা আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইমাম বানিয়ে সালাত পড়া শুরু করলেন। প্রথম রাকাআত শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইশারা দিয়ে সালাত চালিয়ে যেতে বললেন।

আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমবারের মতো সালাতে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইমামতি করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

একবার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি অভিযান পাঠাতে চাইলেন। এই অভিযান পাঠানোর জন্য আর্থিক সাহায্যের দরকার। আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এক দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে দুই হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, "আমার চার হাজার দিরহামের মধ্যে দুই

হাজার দিরহাম আমার রবকে করজে হাসানা দিলাম আর দুই হাজার আমার পরিবারের জন্য রেখে এলাম।"

তাঁর এমন দানশীলতায় মুগ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআ করলেন, "তুমি যা প্রদান করেছো আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন। আর তুমি যা প্রদান করোনি, আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন উম্মুল মুমিনীনদের স্পন্সর। তিনি উম্মুল মুমিনীনদের হজ্বের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন।

একবার তিনি একটি জমি ৪০,০০০ দিরহামে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ সকল অর্থ বানূ যুহরা, মুসলমান অভাবী, মুহাজির এবং উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে বণ্টন করেন। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট তাঁর ভাগ পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে পাঠিয়েছে?" বলা হলো, আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তখন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমার পরে আমার স্ত্রীদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণ করবে সত্যিকারের পুণ্যবান লোকেরাই।'

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জন্য দুআ করেন, "আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে সালসাবিল ঝরনার পানি পান করান।"[১০]

সালসাবিল হলো- জান্নাতের সবচেয়ে দামি ও সর্বাধিক সুমিষ্ট ঝরনা।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের একবার তিনি ৫০০ ঘোড়া দান করেন, আরেকবার ১৫০০ বাহন দান করেন।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি দাস মুক্ত করা শুরু করেন। তিনি সারাজীবনে ৩০,০০০ দাস মুক্ত করেছেন।

মৃত্যুর আগে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের প্রত্যেককে ৪০০ দীনার প্রদান করেন। তখন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জীবিত সাহাবিদের সংখ্যা ছিল ১০০ জন। তারপরও অনেক সম্পদ থেকে যায়। তাঁর এই সম্পদ

[১০] তিরমিযি, ৩৭৪৯।

তাঁকে দুনিয়াসক্ত করতে পারেনি। জাহিলি যুগেও মদ পান করাকে তিনি 'হারাম' মনে করতেন।

প্রখ্যাত তাবিয়ি নাওফাল ইবনু ইয়াস (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। এত ভালো বন্ধু আর হয় না। একদিন আমাদের নিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে এলেন। ভেতর থেকে রুটি আর গোশতভর্তি একটা গামলা নিয়ে এলেন। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আমরা বললাম: 'আবূ মুহাম্মাদ [তাঁর উপনাম]! আপনি কেন কাঁদছেন?' তিনি বললেন: 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলে গেছেন। কোনোদিন তৃপ্তিভরে যবের রুটি খাওয়া হলো না তাঁর। না তিনি খেতে পেরেছেন, না তাঁর পরিবার খেতে পেরেছে। অথচ আমরা তাঁর চেয়ে বেশি সুখে আছি। এই ভেবে আমার কান্না পাচ্ছে।'[১১]

তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবিদের একজন।

[১১] তিরমিযি, আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, ৩৫৯।

যার দুআ আল্লাহ সব সময় কবুল করতেন

ছেলের ওপর অভিমান করে তিন দিন ধরে মা কিছু খাননি। মা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন যে, ছেলে যতক্ষণ না ইসলাম ত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুখে দানাপানি দেবেন না। ছেলে মা'কে প্রচণ্ড ভালোবাসে, মা-ও ছেলেকে। কিন্তু ছেলের ইসলাম গ্রহণ করাটা মায়ের পছন্দ হয়নি। তাই ছেলেকে তিনি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করেন। অনশন করে তিনি যখন মারা যাবেন তখন সবাই ছেলেকে দোষ দেবে। সবাই হায় হায় করে বলবে 'ছেলের জন্য মা মারা গেল!'

এক দিন গেল, মা কিছু খেলেন না। দুই দিন গেল, মা কিছু খেলেন না। তিন দিন গেল, তবুও মা কিছু খেলেন না। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, না খেয়ে তিনি মারা যাচ্ছেন। ছেলে না পারছে মা'কে খুশি করার জন্য ইসলাম ত্যাগ করতে আর না পারছে মা'কে এই অবস্থায় দেখতে।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর নাযিল হলো সূরা আনকাবূতের ৮নং আয়াত।[১২]

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি

[১২] জামে আত-তিরমিজি: ৩১৮৯।

তাদের আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।"[১৩]

কুরআনের এই আয়াতটি ছেলের মানসিক অস্থিরতা দূর করলো। তিনি মায়ের কাছে গিয়ে ঘোষণা করলেন, "ও আম্মা! আপনার দেহে যদি একশো আত্মা থাকে এবং প্রত্যেক আত্মা এক এক করে বের হতে থাকে তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি পানাহার করুন, ইচ্ছা হয় আপনি না খেয়ে মারা যান। আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারবো না।"

ইসলামের প্রতি ছেলের এমন দৃঢ়তা দেখে অবশেষে মায়ের জিদ ভাঙলো। অনশন ভেঙে তিনিও মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইসলামের প্রতি পাহাড়সম অটল এই সাহাবির নাম সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নিয়ে গর্ব করতেন। তিনি গর্ব করে বলতেন, "ইনি হলেন আমার মামা, পারলে কেউ আমাকে দেখাক তো তার মামাকে?! (যে আমার মামার সমপর্যায়ের হতে পারে)।"[১৪]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) যখন দুআ করতেন, তখনই আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করতেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে দুআ করেন, "হে আল্লাহ! আপনি সা'দের দুআ কবুল করুন, যখনই সে দুআ করে।"

একবার কুফার এক লোক আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে অভিশাপ দিলে তিনি বারণ করেন। লোকটি তাঁর কথা না শুনে ক্রমাগত আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে অভিশাপ দিতেই থাকলো। একপর্যায়ে সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "তুমি যদি আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে অভিশাপ দাও, তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো।" লোকটি তারপরও কর্ণপাত না করলে সা'দ ওই লোকটিকে অভিশাপ দেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তাঁর এই দুআটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

উহুদের যুদ্ধে উতবা ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি

[১৩] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৮।

[১৪] তিরমিযি, ৩৭৫২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৬১১৩।